তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৯০

**দেশের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

শারম আল শাইখ(মিশর), ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং পরিবেশবিদ ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের মোট জ্বালানির ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার। তিনি বলেন, এ উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহায়তা।

মিশরের শারম আল শাইখ শহরে চলমান ২৭তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের পাশাপাশি আজ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বিদ্যুৎ বিভাগ আয়োজিত  ‘টেকসই জ্বালানি খাতের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি : প্রেক্ষিত বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট’ সেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. হাছান এসব কথা বলেন।

বিদ্যুৎ বিভাগের পাওয়ার সেল’র মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইনের সভাপতিত্বে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ওয়াসিকা আয়েশা খান, বিশেষ অতিথি ইন্টারন্যাশনাল সোলার এলায়েন্সের মহাপরিচালক ড. অজয় মাথুর এবং জিআইজেডের শক্তি বিশেষজ্ঞ মার্টিন লিয়াম্বাই প্যানেলিস্ট হিসেবে সেশনে যোগ দেন।

এর পর ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি গবেষণা প্রকল্পের সূচনা: দক্ষিণ বিশ্বের ক্ষতিপূরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক সেশনেও প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন পরিবেশ রসায়নে পিএইচডি ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা চিহ্নিত করা ও তা পূরণের জন্য অভিযোজন ও প্রশমনের সুনির্দিষ্ট পন্থা এখনো নিরূপিত হয়নি। তবে এবারের জলবায়ু সম্মেলনে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে, যা আশাব্যঞ্জক।

পরিবেশবিদ ড. সেলিম উল হকের সঞ্চালনায় পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. নিজাম আর খান, ড. ভীম অধিকারী এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ উপদেষ্টা মাধব কার্কি সেশনে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৪৮৯

**আওয়ামী লীগ কর্মীরা মাঠে নামলে স্বাধীনতা বিরোধীরা পালাতে শুরু করবে**

 **-- সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

 ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা বিরোধীদের আস্ফালন দেখতে পাচ্ছি। তাদের উদ্দেশ্যে বলি, কোনো লাভ নাই। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মাঠে-ময়দানে নামলে স্বাধীনতা বিরোধীরা আবার পালাতে শুরু করবে।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিতে ৪৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর স্বাধীনতাবিরোধীরা আমাদের ইতিহাসকে ভূলণ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তারা দেশকে পাকিস্তান বানাতে চেয়েছিল। তাদের সে আশা সফল হয়নি। তারা আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারো সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, অসহায় ও দুস্থ মানুষের কল্যাণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৫২ ধরনের সেবা প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে আন্তরিকতার সাথে এই সেবা প্রদান করতে হবে। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজসেবা অফিসারদের কাজ করার নির্দেশনা দেন মন্ত্রী ।

পরে মন্ত্রী প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন।

#

জাকির/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২২/১৬৫৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮৮

**সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে বুয়েট ও জেনেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর**

 ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বুয়েট) এবং জেনেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে আজ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বুয়েট মিলনায়তনে বুয়েটের পক্ষে উপাচার্য সত্য প্রসাদ মজুমদার এবং জেনেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তানজিদুল আলম এই সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমবে, পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ কমে যাবে।

এই চুক্তি অনুযায়ী বুয়েটের ২৪ টি বিল্ডিংয়ের ৩ লাখ স্কয়ার ফিট ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করবে জেনেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এই প্যানেলগুলো থেকে বছরে ৪৩৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। এই বিদ্যুৎ ন্যাশনাল গ্রিডে সরবরাহ করা হবে। বুয়েট বিদ্যুৎ পাবে সাশ্রয়ী রেটে। এতে বুয়েটের বছরে ৬০ লাখ টাকা সাশ্রয় হবে।

#

খায়ের/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/২০২২২/১৬৫৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮৭

**ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূতের বিদায়ি সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমানের সাথে আজ সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রীর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত Ito Naoki বিদায়ি সাক্ষাৎ করেন।

 সাক্ষাৎকালে বলপূর্বক ব্যস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আলোচনা হয়। ব্যস্তুচ্যুত এ সকল মিয়ানমারের নাগরিকদের সহায়তাদানে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপের প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূত। কক্সবাজারের ক্যাম্পসমূহে এ সকল নাগরিকদের আহার, সুপেয় পানি, চিকিৎসা, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন। রোহিঙ্গা সমস্যাসহ যেকোনো দুর্যোগে জাপান সরকার বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন রাষ্ট্রদূত।

 এছাড়া ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এবং সিলেট বিভাগসহ সারা দেশে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি, উদ্ধার কার্যক্রম এবং আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরত মানুষজনের নিকট শুকনো ও রান্না করা খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের কারণে সারা দেশে ৪১৯টি ইউনিয়নে আনুমানিক ১০ হাজার ঘরবাড়ি এবং ৬ হাজার হেক্টর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় সাত হাজার আশ্রয়কেন্দ্রে ১০ লাখ মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড় শেষে মধ্যরাত থেকে মানুষ বাড়ি ফিরতে শুরু করে এবং সকালের মধ্যে সবাই আশ্রয়কেন্দ্র ত্যাগ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে দুর্যোগ সহনীয় করতে আরো অধিক সংখ্যক ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

 এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

#

 সেলিম/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮৬

**২০২৩ সালের মাঝামাঝি শ্রম আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ২০২৩ সালের মাঝামাঝি নাগাদ বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং সংশোধিত এ শ্রম আইন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতেও প্রযোজ্য হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন দু’টির মধ্যে কোনটি নতুন প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে প্রয়োগ হবে তা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি ঘোষণা করেন, সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইনই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে প্রয়োগ হবে।

 সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর গভর্নিং বডির ৩৪৬তম অধিবেশনে অংশ নিয়ে গতকাল বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। গত ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এ অধিবেশনে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

 আইনমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রগুলো কঠিন সময় অতিক্রম করছে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক সংকটের কারণে এটি আরো প্রকট হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়৷ এমতাবস্থায় বাংলাদেশ আইএলও কনস্টিটিউশনের ২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে উত্থাপিত অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে৷ গত মার্চ মাসে আইএলও’র গভর্নিং বডির সভায় প্রতিবেদন দাখিল করার পর প্রায় সাত মাসে বাংলাদেশ সরকার রোডম্যাপ বাস্তবায়নে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশোধন করেছে এবং বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। এই প্রক্রিয়ায় আইএলও বিশেষজ্ঞ কমিটির পর্যবেক্ষণকে যথাযথ বিবেচনা করা হয়েছে।

 আইএলও-কে আশ্বস্ত করে মন্ত্রী আরো বলেন, আইনি সংস্কারের পরবর্তী ধাপ হিসেবে শ্রম আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত ১৭টি স্টেকহোল্ডারের কাছ থেকে সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া গেছে৷ ত্রিপক্ষীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ গুরুত্বসহকারে এ সংশোধনী প্রস্তাবগুলো সংকলনের কাজ করছে। তিনি জানান, ত্রিপক্ষীয় শ্রম আইন পর্যালোচনা কমিটি সংকলিত সুপারিশ ও প্রস্তাবগুলোর ওপর আরো পর্যালোচনা করবে এবং জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কাউন্সিলের অনুমোদন চাইবে।

 এসময় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, অধিকতর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়াটিকে পুরোপুরি ডিজিটাইজড করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর তার চারটি শিল্প সম্পর্কিত ইনস্টিটিউট এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সহায়তায় শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

 শ্রম পরিদর্শন এবং প্রয়োগকে শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, শ্রম খাতে গুণগত পরিবর্তন আনতে দেশি-বিদেশি সামাজিক অংশীদার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পৃক্ততা অব্যাহত রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

 এছাড়া, গভর্নিং বডির ৩৪৪তম অধিবেশনে আইএলও’র মহাপরিচালকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থনের দলিল হস্তান্তর করার কথা উল্লেখ করে আইনমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের জানুয়ারিতেও বাংলাদেশ সরকার ‘জবরদস্তি শ্রম সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন, ১৯৩০’ এর প্রটোকল ২৯ অনুসমর্থন করেছে। স্পষ্টতই, এগুলো আইএলও শ্রম মানদণ্ডের প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রদর্শন।

 প্রতিনিধিদলে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান, শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, সুইজারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও জেনেভায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ সুফিউর রহমান এবং অতিরিক্ত শ্রম সচিব জেবুন্নেছা করিম অংশ নিয়েছেন।

#

 রেজাউল/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮৫

**আমরা যেভাবে ঋণ চেয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই ঋণ পেতে যাচ্ছি**

 **--- অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

 আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) হতে চলমান ঋণ আলোচনা নিয়ে সফররত প্রতিনিধিদলের সাথে আজ অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদেরকে ব্রিফ করেন। এসময় অর্থমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বের অর্থনীতিই এখন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। উন্নত থেকে উন্নয়নশীল সকল দেশে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রায় সকল দেশের মুদ্রার মান ডলারের বিপরীতে কমে গিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এ উত্তাপের আঁচ আমাদের অর্থনীতিতেও কিছুটা লেগেছে। এ অস্থিরতা যাতে কোনো ধরনের সংকটে ঘনীভূত না হয় তা নিশ্চিত করতেই আমরা আগাম সতর্কতা হিসেবে আইএমএফ-এর ঋণের জন্য অনুরোধ করেছিলাম।

 অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, আইএমএফ-এর সাথে এর আগে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। চলমান ঋণ আলোচনার পর্বটি আজ আমরা সফলভাবে সমাপ্ত করলাম। তিনি বলেন, আমরা যেভাবে ঋণ চেয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই ঋণ পাব বলে আশা করছি। আইএমএফ-এর সফররত দলটি বাংলাদেশ সরকারের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করেছে। আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভালো বলে, তাঁরা আমাদেরকে জানিয়েছেন। আইএমএফ টিম, আমাদের চলমান অর্থনৈতিক সংস্কারের সাথে একমত পোষণ করেছে। সে অনুযায়ী আমরা চার বছর মেয়াদি ঋণ কর্মসূচি নিতে যাচ্ছি।

 অর্থমন্ত্রী আইএমএফ-এর এই ঋণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে অর্থনীতির বহিঃখাতকে স্থিতিশীল করা; ২০২৬ সালে এলডিসি হতে উত্তরণকে সামনে রেখে অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তি দেয়া; আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করা; এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এই চারটি মূল লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেন।

 পাশাপাশি মন্ত্রী চলমান সংস্কার কার্যক্রমের বিষয় উল্লেখ করে বলেন, সরকারের বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা হবে, যা গত প্রায় ১৪ বছর যাবৎ আমরা করে আসছি। সরকারের সবসময় প্রচেষ্টা থাকে বাজেট ঘাটতিকে জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা। গত বছর বাজেট ঘাটতি ছিল ৫ দশমিক ১ শতাংশ যা এই অর্থবছরে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ ধরা আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করা যা আমরা প্রতি অর্থবছরে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছি। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে চলতি অর্থবছরে আমাদের বরাদ্দ রয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের প্রায় ১৭ শতাংশ। আর্থিক খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নতুন কয়েকটি আইন প্রণয়ন এবং পুরানো কয়েকটি আইনের সংশোধনের চলমান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা; রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার জোরদার এবং কর প্রশাসনের দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা হবে। জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের ব্যবস্থাটি আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যের সাথে সময়ে সময়ে সমন্বয় করা, যাতে সামনে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য কমলে দেশের অভ্যন্তরেও তা একইভাবে কমানো যায়; টাকার বিনিময় হার নির্ধারণের কাজটি ধীরে ধীরে বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া, যা আমরা ইতোমধ্যে শুরু করেছি; সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা; একটি দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়নের পরিকল্পনা করা, যার মধ্যে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার বিষয়টিও থাকবে ইত্যাদি।

 ব্রিফিং-এ আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার এবং অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন।

#

 তৌহিদুল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮৪

**৬৪ জেলা ও ৪২১ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

 দেশের ৬৪ জেলা ও ৪২১ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪ জেলায় ও প্রায় ১ হাজার ৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২১ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়া আরো ২২ উপজেলায় নির্মাণ কাজ চলমান। মোট ৪৭০ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে।

 এছাড়া, ২০৩টি স্মৃতিসৌধ ও ৩৮টি জাদুঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরো ৪৮টি স্মৃতিসৌধ ও ২৭টি জাদুঘরের নির্মাণ কাজ চলমান।

 আজ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

 সভায় জানানো হয়, ২ হাজার ৮১০টি বীর নিবাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৭ হাজার ৪১৬ টি বীর নিবাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৪ হাজার ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩০ হাজার বীর নিবাস নির্মাণ করা হবে।

 সভায় আরো জানানো হয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে বরাদ্দকৃত মোট ১ হাজার ১১৮ দশমিক ৭৩ কোটি টাকার বিপরীতে অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত ৩০১ দশমিক ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা এ বছরের মোট এডিপি বরাদ্দের ২৬ দশমিক ৯২ শতাংশ।

 সভায় মন্ত্রী প্রকল্পের ক্রয় এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালকদের নির্দেশনা দেন।

 উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়), উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ, নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নির্মাণ প্রকল্প, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্যানোরামা নির্মাণ (কারিগরি সহায়তা), বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের নৌকমান্ডো অভিযান ‘অপারেশন জ্যাকপট’ বিষয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া আরো ৩ টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

 সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামরুন নাহারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ৭৪০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪২৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৩ হাজার ১৩২ জন।

#

কবীর/পাশা/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮২

**ডিজিটাল ডিভাইস চালানোর মতো দক্ষতা অর্জন করতেই হবে**

 **- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

দেশে শিক্ষার সম্প্রসারণ ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ফসল। ডিজিটাল যুগের চ‌্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল শিক্ষা ও ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নিজেকে প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন শিক্ষাথীদের জন‌্য অপরিহার্য। ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের জন‌্য কম্পিউটার বিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করলেই হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় আমেরিকান ইন্টার‌্ন‌্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত নিরাপদ ইন্টারনেট বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিত করতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ইন্টারনেট ব‌্যবহারকারীকেই সবার আগে সচেতন হতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিজের একাউন্ট নিরাপদ রাখার জন‌্য দুই স্তরের ভ‌্যারিফিকেশন নিশ্চিত করাসহ কতিপয় কৌশল অবলম্বনের  প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।  মন্ত্রী বলেন, আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠী অত‌্যন্ত মেধাবী। তারা চেষ্টা করলে পারে না এমন কোন কাজ

তিনি শিক্ষার্থীদেরকে মেধাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিভা কাজে লাগাও, তোমাদের কাছে অসাধ‌্য বলে কিছু নাই। তিনি এ  ক্ষেত্রে অ‌্যাপল কম্পিউটারের জনক স্টিভ জবসের দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে বলেন, জবস কম্পিউটারে ইংরেজী ভাষার বাইরে যে কোন ভাষা প্রয়োগের  সুযোগ সৃষ্টি করেছেন  এবং কম্পিউটারে মাউস ব‌্যবহার প্রযুক্তি দিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। মন্ত্রী ইন্টারনেটকে পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের মহাসড়ক আখ‌্যায়িত করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বে দিচ্ছে। আমরা ফাইভ-জি প্রযুক্তি যুগে প্রবেশ করেছি। ফাইভ-জি প্রযুক্তির  মহাসড়কের পথ বেয়ে বাংলাদেশ পঞ্চম শিল্প বিপ্লবেও নেতৃত্ব দিবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব‌্যক্ত করেন মন্ত্রী।

আমেরিকান ইন্টার‌্ন‌্যাশনাল ইউনিভার্সিটি‘র ইলেকট্রিক‌্যাল ও ইলেকট্রনিক বিভাগের ডিন ড. এবিএম সিদ্দিক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইএসপিএবির সভাপতি এমদাদুল হক, সেক্রেটারি নাজমুল কবির ভূইয়া প্রমূখ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/রবি/মাসুম/২০২২/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮১

**বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি হলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীকে বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করেছে সরকার।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গতকাল এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/রবি/আসমা/২০২২/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৮০

**রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে**

 **-আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

মানবাধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিসের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি মানবাধিকার রক্ষা ও সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন।

গতকাল জেনেভায় জাতিসংঘের নবনিযুক্ত মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তার্ক (Volker Türk)এর সাথে এক বৈঠকে এ অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করেন আইনমন্ত্রী।

বৈঠকে মন্ত্রী রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টাকে সফল করতে জাতিসংঘের অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে হাইকমিশনারের অফিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার কথাও অবহিত করেন মন্ত্রী। এসময় হাইকমিশনার ভলকার তার্ক রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের মানবিক উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বৈঠকে জেনেভার জাতিসংঘ অফিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোঃ সুফিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে আইনমন্ত্রী গতকাল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নবনিযুক্ত ডিরেক্টর জেনারেল গিলবার্ট এফ হংবো (Gilbert F. Houngbo) এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি শ্রম অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ সম্পর্কে ডিরেক্টর জেনারেলকে অবহিত করেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/রবি/মাসুম/২০২২/৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৭৯

**শহিদ নূর হোসেন** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১০ নভেম্বর শহিদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ শহীদ নূর হোসেন দিবস। এ দিবসে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি নূর হোসেনসহ গণতন্ত্রের জন্য আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদকে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে ১০ই নভেম্বর একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৮৭ সালের এই দিন যুবলীগ নেতা নূর হোসেনের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নূর হোসেন তাঁর বুকে ও পিঠে ‘গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক’ স্লোগান লিখে ১৯৮৭ সালের এই দিনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫-দলীয় ঐক্যজোটের মিছিলে যোগ দিয়েছিল। নূর হোসেন আমার গাড়ীর সাথে সাথে হাঁটছিল, মিছিলটি যখন জিরো পয়েন্টে পৌঁছে তখন স্বৈরাচার সরকারের নির্দেশে মিছিল লক্ষ্য করে প্রথমে বোমা মারে এর পরই গুলি করে, সে গুলিতে নূর হোসেন ও বাবুল শহিদ হয়। ফাত্তাহ তৎকালীন BDR- এর গুলিতে গ্রিন রোডে মৃত্যুবরণ করে। এছাড়াও যুবলীগের আরেক নেতা নূরুল হুদা ও কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের ক্ষেতমজুর নেতা আমিনুল হুদা টিটো শহিদ হয়। তাঁদের এ মহান আত্মত্যাগ তৎকালীন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী মানুষের আন্দোলনকে বেগবান করে। সর্বস্তরের মানুষ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাজপথে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। স্বৈরাচারী সরকারের পতন আরো ত্বরান্বিত হয়।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই আন্দোলন-সংগ্রামে আরো নাম না জানা অনেকে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। অব্যাহত লড়াই-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর অবশেষে স্বৈরশাসকের পতনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়। জনগণ ফিরে পায় ভোট ও ভাতের অধিকার।

আমি নূর হোসেনসহ সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

   বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/রবি/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৭৮

**শহিদ নূর হোসেন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৪ কার্তিক (৯ নভেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১০ নভেম্বর ‘শহিদ নূর হোসেন দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 **‘‘**বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ১০ নভেম্বর এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৮৭ সালের এই দিনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের সাহসী সৈনিক নূর হোসেন ‘স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তিপাক’ এই স্লোগান শরীরে ধারণ করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেদিন প্রতিবাদের পুরোভাগে থাকা শহিদ নূর হোসেনের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। আমি শহিদ নূর হোসেন দিবসে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি নূর হোসেনসহ গণতন্ত্রের জন্য আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদকে।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে আবারো গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হয়। উথান ঘটে স্বৈরশাসনের। অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে শহিদ নূর হোসেনসহ আরো অনেকে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সকলে সচেষ্ট থাকবেন- এ আমার প্রত্যাশা।

 আমি নূর হোসেনসহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মদানকারী সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/রবি/মাসুম/২০২২/১০০০ ঘণ্টা